القرآن الكريم

আল-কুরআনুল কারীম

বিশেষ ফযীলতপূর্ণ আয়াত

৪৫টি সূরা ও দু'আ

বাংলা অনুবাদসহ- ১১টি স্থান থেকে আয়াতে কারীমা
৪৫টি পূর্ণ সূরা, ৬০টি স্থান থেকে চয়নকৃত দু'আ
মহান আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম, ৭০টি কবীরা গুনাহ

অনুবাদ: মাসউদুর রহমান নূর
সম্পাদনা: হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

সবুজপত্র

প্রথম ভাগ

আল-কুরআনুল কারীম
বিশেষ ফযীলতপূর্ণ আয়াত-সূরা

[১১টি স্থান থেকে চয়নকৃত আয়াত
ও ১১টি পূর্ণ সূরা]

সূরা [১] আল-ফাতিহা

মাক্কী, রুকূ'-১; আয়াত-৭

শানে নুযূল: সূরা আল-ফাতিহা কুরআন কারীমের নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। অর্থাৎ, সূরাটি এর সবগুলো আয়াতসহ একসাথে নাযিল হয়। হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির শুরুর দিকে মক্কায় সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

নাম: সূরা আল-ফাতিহার তাৎপর্যপূর্ণ অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে- ফাতিহাতুল কিতাব, উম্মুল কিতাব, সূরাতুল হামদ, সূরাতুস সালাত, আস-সাব'উল মাছানী, সূরাতুল কুরআনিল আযীম, সূরাতুশ শুক্‌র, সূরাতুশ শিফা, সূরাতুল কা-ফিয়াহ।

গুরুত্ব: এ সূরা যদিও আল্লাহ তাআলার নিজস্ব কালাম, তবুও এর ধরন রাখা হয়েছে প্রার্থনামূলক। আল্লাহর নিকট মানুষকে কোন্ জিনিসের প্রার্থনা করতে হবে, সে প্রার্থনার নিয়ম ও প্রণালী কী হওয়া উচিত, আল্লাহর সম্মুখে মানুষের প্রকৃত স্থান কোথায় এবং সেই দৃষ্টিতে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার জন্য অনুমোদিত দীন কী হতে পারে, এ দুনিয়ার অসংখ্য পথের মধ্যে হেদায়াতের পথ– আল্লাহর সন্তোষ লাভের সঠিক পথ– কোন্‌টি, আর কোন্ পথে নাযিল হয় তাঁর অভিশাপ; এসব কথাই বিশ্ব-মানবের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এ সূরার মাধ্যমে।

আল্লাহর বিশেষ পরিচয় ও গুণাবলির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কিয়ামত-বিচারের দিন এবং রিসালাত ও নবুওয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে। এসব দিক দিয়ে এ সূরাকে কুরআনের ভূমিকা বলা যেতে পারে। কুরআনের সমগ্র সূরার মধ্যে এর গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণেই একে কুরআনের শুরুতে স্থাপন করা হয়েছে।

ফযীলত: সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি (সূরা) সালাত-কে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়।" [সহীহ মুসলিম: ৩৯৫]

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা উম্মুল কুরআন-এর অনুরূপ কোনো কিছু তাওরাত ও ইঞ্জিলে নাযিল করেননি। আর তা হলো, পুনঃপুন পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ) এবং বান্দাদের মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত।" [নাসায়ী: ৯১৩, তিরমিযী: ৩১২৫]

সূরা [১] আল-ফাতিহা

মাক্কী, রুকূ'-১; আয়াত-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

[১] সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব-জাহানের রব। [২] (যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

[৩] (যিনি) প্রতিদান দিবসের (একচ্ছত্র) মালিক। [৪] আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

[৫] আপনি আমাদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' তথা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। [৬] তাদের পথ; যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। [৭] তাদের পথ

عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

নয়; যাদের প্রতি আপনার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয়; যারা পথভ্রষ্ট।

সূরা আল-ফাতিহায়

বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার কথোপকথন

হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি (সূরা) সালাত-কে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়।" [সহীহ মুসলিম: ৩৯৫]

	বান্দাহ যখন বলে-	তখন মহান আল্লাহ বলেন-
১	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ
	সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব-জাহানের রব।	আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে;
২	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِىْ
	(যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।	আমার বান্দাহ আমার গুণ-গান করেছে;
৩	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ	مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ
	(যিনি) প্রতিদান দিবসের (একচ্ছত্র) মালিক।	আমার বান্দাহ আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে।
৪	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ	هَذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ
	আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।	এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়;
৫	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦	هَذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ
	আপনি আমাদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' তথা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ; যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়; যাদের প্রতি আপনার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয়; যারা পথভ্রষ্ট।	এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়।

সূরা [২] আল-বাক্বারাহ

মাদানী, আয়াত-১-৭

শানে নুযূল: সূরার প্রথম আয়াতটি মালেক ইবনে সায়েফ ইহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহ ঢালার জন্য সে বলে বেড়াত যে, এ কুরআন ঐ কিতাব নয়, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিলে আছে। তাই মহান আল্লাহ সূরা আল-বাক্বারার প্রথম আয়াত দ্বারা সকল সন্দেহ মিটিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর চারটি আয়াত মুসলিমদের প্রশংসায়, পরবর্তী দুই আয়াত কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং এর পরের তেরো আয়াত মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনায় নাযিল করেছেন।

ফযীলত: সূরা আল-বাক্বারাহ কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা। এ সূরার গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের সর্বোচ্চ চূড়া হলো সূরা আল-বাক্বারাহ।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'এ সূরায় এমন দশটি আয়াত আছে, কোনো ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। আয়াত দশটি হচ্ছে সূরার প্রথম চার আয়াত, মাঝের তিন আয়াত অর্থাৎ, আয়াতুল কুরসী ও পরবর্তী দুই আয়াত, আর সর্বশেষ তিন আয়াত।' আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ কবরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা আল-বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।" [সহীহ মুসলিম: ১১৫]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى

[১] আলিফ লাম মীম। [২] এটিই সেই কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ

জন্য পথ-প্রদর্শক। [৩] যারা অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে

الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে। [৪] আর যারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যে কিতাব

بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ

(আল-কুরআন) নাযিল করা হয়েছে তার ওপর এবং যা কিছু নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্ববর্তী (নবী)-দের প্রতি সেগুলোর ওপর,

هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۭ﴿٤﴾ اُولٰۗىِٕكَ عَلٰي هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۣ

আর যারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে; [৫] বস্তুত, এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত হেদায়াতের ওপর

وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এরাই হবে সফলকাম। [৬] নিশ্চয়ই যারা (এ বিষয়গুলোর ওপর ঈমান আনতে) অস্বীকার করে, তাদেরকে আপনি

سَوَاۗءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا

(পরকালের ব্যাপারে) সাবধান করুন আর না করুন, উভয়টাই তাদের জন্য সমান;

يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰي سَمْعِهِمْ ۭ

তারা ঈমান আনবে না। [৭] (নিরন্তর কুফরীতে ডুবে থাকার ফলে) আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়গুলোর ওপর সিলমোহর মেরে

وَعَلٰٓي اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۠ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝﴿٧﴾

দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপরেও (নাফরমানির) আবরণ পড়ে গেছে। আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

সূরা [৩৬] ইয়াসীন

মাক্কী, রুকূ'-৫, আয়াত-৮৩

শানে নুযূল: সূরা ইয়াসীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফিররা যখন নবুওয়াতের ওপর ঈমান না এনে বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামগণের ওপর যুলম ও নির্যাতন করতে থাকে তখন সূরাটি নাযিল হয়।

ফযীলত: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেকটা বস্তুর কলব (হৃদয়) আছে। কুরআনের কলব হচ্ছে, 'সূরা ইয়াসীন'। যে ব্যক্তি এ সূরা একবার পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তার জন্য দশবার কুরআন পাঠের সমান সাওয়াব নিরূপণ করবেন।" [তিরমিযী: ২৮৮৭]

কিয়ামত ও পুনরুত্থানের মূল আলোচনা সূরা ইয়াসীনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এজন্য মরণাপন্ন ব্যক্তির সামনে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার ঈমান দৃঢ় হয়। মা'কিল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করো।" [আবূ দাউদ: ৩১২১; ইবনে মাজাহ: ১৪৪৮; ইবনে হিব্বান: ৩০০২]

তিনি অন্যত্র আরো বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার আগের গুনাহসমূহ (সগীরাহ্) মাফ করে দেয়া হবে।" [শু'আবুল ঈমান: ২২৩১, ২২৩৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনের প্রথম অংশে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে।" [দারেমী: ৩৪৬১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

[১] ইয়া-সীন! [২] প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ!

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

[৩] (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের একজন। [৪] সরল-সঠিক পথের ওপর আপনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ

[৫] এ কুরআন প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত। [৬] যাতে আপনি এমন একটি সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে

اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى

পারেন, যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে। [৭] আসলে, তাদের অধিকাংশের ওপরেই

اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ

(আল্লাহর আযাবের) সেই বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। কাজেই তারা (আর) ঈমান আনবে না। [৮] আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত (লম্বা)

اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে (অর্থাৎ, তাদের মাথাগুলো খাড়া হয়ে আছে)।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

[৯] আর আমি প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি, তাদের সামনে এবং তাদের পেছনে। (এভাবে) তাদের দৃষ্টিকে আমি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি।

فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

ফলে তারা কিছুই আর দেখতে পায় না। [১০] (এখন তাই) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না-করুন,

সূরা [৫৫] আর-রাহমান

মাক্কী, রুকূ'-৩, আয়াত-৭৮

শানে নুযূল: কুরআনের তাফসীরকারগণ সাধারণত সূরা আর-রাহমান-কে মাদানী বলে মনে করেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে। হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবা শরীফে কুরাইশ সরদারদেরকে এ সূরাটি পড়ে শোনানোর সময় তারা পাথর মেরে তাঁর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মাক্কী যুগেই ঘটেছিল।

ফযীলত: তাফসীরকারগণ সূরাটিকে মক্কী সূরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইকরিমা ও কাতাদাহ রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে কোনো কোনো বর্ণনায় সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ বলা হয়েছে। তবে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। এটিই একমাত্র সূরা যাতে মহান আল্লাহ মানুষ ও জিনকে একসাথে সম্বোধন করেছেন। নবুওয়াতের ১০ম বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাটি জিনদের মজলিসে তিলাওয়াত করেন। যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ অংশটি পাঠ করেছেন, তখনই জিনেরা জবাব দিয়েছে- لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব! আমরা আপনার কোনো নি'আমতই অস্বীকার করছি না, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা) [তিরমিযী: ৩২৯১]

আরবের কাফিরেরা 'আল্লাহ' নামের সাথে পরিচিত হলেও অন্য নাম 'রহমান' সম্পর্কে একেবারে গাফেল ছিল। তারা 'রাহমান' নামের সিফাতকে অস্বীকার করত। তাই মহান আল্লাহ এ সূরাটিতে তাঁর বান্দাদের দান করা পার্থিব ও পারলৌকিক নিয়ামতরাজি ও পুরস্কারগুলো অত্যন্ত গাম্ভির্যের সাথে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে রহমানের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার কাফিরদের শোনানোর উদ্দেশ্যে মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। এতে মক্কার কাফিরেরা তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে আহত করতে থাকে। ফলে তিনি তাঁর সাধ্যমতো কুরআন শুনিয়ে আহত হয়ে ফিরে আসেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৩৬]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾

[১-২] আর-রাহমান, (পরম করুণাময় আল্লাহ); তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন আল-কুরআন;

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾

[৩-৪] তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ; এবং তাকে ভাষা শিখিয়েছেন।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۖ﴿۵﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

[৫] (তাঁর নির্দেশেই) সূর্য ও চন্দ্র-একটি সুনির্ধারিত হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী আবর্তন করে। [৬] আর তৃণলতা (কিংবা নক্ষত্ররাজি) ও বৃক্ষ

يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿۷﴾

(তাঁকেই) সিজদা করে। [৭] তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন দাঁড়িপাল্লা;

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿۸﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

[৮] যাতে তোমরা ওজন বা পরিমাপের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করো। [৯] (অতএব) তোমরা ওজনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করো

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿۹﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ﴿۱۰﴾

(অর্থাৎ, যথাযথভাবে ওজন করো) এবং ওজন বা পরিমাপে কম দিও না। [১০] আর জমিন; তিনিই সৃষ্টিকুলের জন্য এটিকে স্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগ

আল-কুরআনুল কারীম

ত্রিশতম (আম্মা) পারা

[সূরা (৭৮) আন-নাবা থেকে
সূরা (১১৪) আন-নাস]

৩৭টি পূর্ণ সূরা

সূরা [৭৮] আন-নাবা

মাক্কী, রুকূ'-২; আয়াত-৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢

[১] কোন্ বিষয় সম্পর্কে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে? [২] সেই বিরাট সংবাদটির বিষয়ে কী?;

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣

[৩] যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য চলছিল;

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤

[৪] না, কখনোই নয়! (অর্থাৎ, আখিরাত সম্পর্কে তারা যা কিছু বলে বেড়াচ্ছে, সেসব কোনোভাবেই সঠিক নয়)। অচিরেই তারা জানতে পারবে;

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦

[৫] আবারো বলছি, 'না, কখনোই নয়! অচিরেই তারা (এর সত্যতা সম্পর্কে) জানতে পারবে।' [৬] আমি কি জমিনকে বিছানা-সদৃশ বানাইনি?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨

[৭] আর পর্বতসমূহকে পেরেক (খুঁটি) স্বরূপ? [৮] আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (নারী ও পুরুষ);

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠

[৯] আর তোমাদের ঘুমকে করে দিয়েছি (তোমাদের জন্য) বিশ্রামের বস্তু; [১০] রাতকে বানিয়েছি আবরণ;

তৃতীয় ভাগ

আল-কুরআনুল কারীম থেকে চয়নকৃত দু'আ

[১]

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦﴾

"আপনি আমাদেরকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' তথা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ; যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়; যাদের প্রতি আপনার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয়; যারা পথভ্রষ্ট।" [সূরা ১; আল-ফাতিহা ৬-৭]

[২]

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজ আপনি কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১২৭]

** ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপনের পর এ দু'আ করেছিলেন।*

[৩]

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিন।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২০১]

[৪]

﴿رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯টি নাম

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।" [সূরা আল-আরাফ ১৮০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا، مِائَةٌ اِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে; এক-কম একশত। যে ব্যক্তি তা হিফজ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সহীহ বুখারী: ৬৪১০]

১	اَللّٰهُ	আল্লাহ (সৃষ্টির বন্দেগী ও দাসত্বের অধিকারী)
২	اَلْأَوَّلُ	সর্বপ্রথম, অনাদি
৩	اَلْآخِرُ	সর্বশেষ, অনন্ত
৪	اَلظَّاهِرُ	প্রকাশ্য, সবার উপরে
৫	اَلْبَاطِنُ	গোপন, নিকটবর্তী
৬	اَلْعَلِيُّ	সুউচ্চ
৭	اَلْأَعْلٰى	সুমহান
৮	اَلْمُتَعَالُ	সর্বোচ্চ
৯	اَلْعَظِيْمُ	অতি-মহান
১০	اَلْمَجِيْدُ	অতি-সম্মানিত

৭০টি কবীরা গুনাহের তালিকা

নেক আমলের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো, মু'মিন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবেন। কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিয়ে মুসলিম মনীষীদের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'কিতাবুল কাবায়ের' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ৭০টি বিষয়কে কবীরা গুনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো হলো-

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।
২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।
৩. যাদু ও তন্ত্রমন্ত্র করা।
৪. সালাত ত্যাগ করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা।
৭. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন না করা।
৮. আত্মহত্যা করা।
৯. মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও তাদের কষ্ট দেয়া।
১০. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করা।
১১. ব্যভিচার করা।
১২. সমকাম ও যৌনবিকার।
১৩. সুদ ও সুদভিত্তিক লেনদেন।
১৪. ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ ও তার ওপর যুলুম করা।
১৫. আল্লাহ-রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা।
১৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন।
১৭. শাসক কর্তৃক জনগণের ওপর যুলুম ও প্রতারণা এবং এর সমর্থন ও সহযোগিতা করা।
১৮. অহংকার করা।

সূচিপত্র

১ম ভাগ: আল-কুরআনুল কারীম : বিশেষ ফযীলতপূর্ণ আয়াত-সূরা
[কুরআনের ১১টি স্থান থেকে চয়নকৃত আয়াত ও ৪৫টি পূর্ণ সূরা]

সূরা নং	সূরার নাম (আয়াত নং)	পৃষ্ঠা
১	সূরা আল-ফাতিহা [সূরা আল-ফাতিহায় বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার কথোপকথন]	৫-৭
২	সূরা আল-বাক্বারাহ (১-৭, ৩০-৩৯, ১৫২-১৫৭, ২৫৫, ২৮৫-২৮৬)	৮-১৮
৩	সূরা আলে ইমরান (২৬-২৭, ১৯০-২০০)	১৮-২৩
৯	সূরা আত্-তাওবাহ (১২৮-১২৯)	২৪
২৪	সূরা আন্-নূর (৩৫)	২৫
৪১	সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ (৩০-৩৩)	২৬
৬১	সূরা আস্-সাফ্ফ (৭-১৪)	২৭-২৯
১৮	সূরা আল-কাহফ	৩০-৬০
৩৬	সূরা ইয়া-সীন	৬১-৭৬
৫৫	সূরা আর্-রাহমান	৭৭-৮৬
৫৬	সূরা আল-ওয়াক্বিআহ	৮৭-৯৬
৫৯	সূরা আল-হাশর	৯৭-১০৬
৬৭	সূরা আল-মুল্ক	১০৭-১১৩
৭৩	সূরা আল-মুয্যাম্মিল	১১৪-১১৮
৯৯	সূরা আয্-যিলযাল	১১৯-১২০
১০২	সূরা আত্-তাকাছুর	১২০-১২১
১১২	সূরা আল-ইখলাস	১২২

২য় ভাগ: আল-কুরআনুল কারীম : ত্রিশতম (আম্মা) পারা [৩৭টি সূরা]

নং	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	পৃষ্ঠা
৭৮	আন্-নাবা	মাক্কী	৪০	১২৪
৭৯	আন্-নাযিআত	মাক্কী	৪৬	১২৮
৮০	'আবাসা	মাক্কী	৪২	১৩২
৮১	আত্-তাকভীর	মাক্কী	২৯	১৩৬
৮২	আল-ইনফিত্বার	মাক্কী	১৯	১৩৮
৮৩	আল-মুত্বাফ্ফিফীন	মাক্কী	৩৬	১৪০
৮৪	আল-ইনশিক্বাক্ব	মাক্কী	২৫	১৪৪
৮৫	আল-বুরূজ	মাক্কী	২২	১৪৬
৮৬	আত্ব-ত্বারিক্ব	মাক্কী	১৭	১৪৮

৮৭	আল-আ'লা	মাক্কী	১৯	১৫০
৮৮	আল-গাশিয়াহ	মাক্কী	২৬	১৫২
৮৯	আল-ফাজর	মাক্কী	৩০	১৫৪
৯০	আল-বালাদ	মাক্কী	২০	১৫৭
৯১	আশ্-শামস	মাক্কী	১৫	১৫৯
৯২	আল্-লাইল	মাক্কী	২১	১৬১
৯৩	আদ্দ-দ্বোহা	মাক্কী	১১	১৬৩
৯৪	আল-ইন্শিরাহ	মাক্কী	৮	১৬৪
৯৫	আত্-তীন	মাক্কী	৮	১৬৫
৯৬	আল-'আলাক্ব	মাক্কী	১৯	১৬৬
৯৭	আল-ক্বাদর	মাক্কী	৫	১৬৮
৯৮	আল-বায়্যিনাহ	মাদানী	৮	১৬৮
৯৯	আয্-যিলযাল	মাদানী	৮	১৭১
১০০	আল-'আদিয়াত	মাক্কী	১১	১৭২
১০১	আল-ক্বারিআহ	মাক্কী	১১	১৭৩
১০২	আত্-তাকাছুর	মাক্কী	৮	১৭৪
১০৩	আল-'আসর	মাক্কী	৩	১৭৫
১০৪	আল-হুমাযাহ	মাক্কী	৯	১৭৫
১০৫	আল-ফীল	মাক্কী	৫	১৭৬
১০৬	কুরাইশ	মাক্কী	৪	১৭৭
১০৭	আল-মাঊন	মাক্কী	৭	১৭৮
১০৮	আল-কাওছার	মাক্কী	৩	১৭৯
১০৯	আল-কাফিরূন	মাক্কী	৬	১৭৯
১১০	আন্-নাসর	মাদানী	৩	১৮০
১১১	আল্-লাহাব, আল-মাসাদ	মাক্কী	৫	১৮০
১১২	আল-ইখলাস	মাক্কী	৪	১৮১
১১৩	আল-ফালাক্ব	মাক্কী	৫	১৮১
১১৪	আন্-নাস	মাক্কী	৬	১৮২

৩য় ভাগ: আল-কুরআনুল কারীম থেকে চয়নকৃত দু'আ ১৮৩-২০১

মাখরাজ (১৭টি) ২০২-২০৩

আল-কুরআনুল কারীমের হক্ব বা অধিকার ২০৪-২০৫

কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের ফযীলত ২০৬-২০৭

ইসলাম বিনষ্টকারী ১০টি বিষয় ২০৮-২০৯

আল-কুরআনের কিছু তথ্য ২১০

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯টি নাম ২১২-২১৬

৭০টি কবীরা গুনাহের তালিকা ২১৭-২১৯